অডিও বাজারে মন্দাভাব

দেশের অডিও শিল্পের বাজার এখন মন্দা। আর এই মন্দার কারণ সম্পর্কে অডিও প্রতিষ্ঠানগুলো জানালো এমপি-৩, বিভিন্ন দফায় ভ্যাট নির্ধারণ, সম্প্রতি বিশ্বকাপ শেষ হওয়া। তবে শ্রোতাদের অভিযোগ মৌলিক গান না হওয়া অডিও ব্যবসা মন্দার বড় কারণ। প্রতি মাসে দেশের ছোট বড় ২৫টির মতো অডিও প্রতিষ্ঠান নিয়মিত অ্যালবাম বের করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সাউন্ডটেক, সংগীতা, গীতাঞ্জলি, সোনালী, বিউটি, সুরতাল, কলের গান, রাজমেলা, স্মৃতি সুর, সুরেলা, ক্লাসিক প্রভৃতি। প্রতি মাসে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয় একশ'র ওপরে অডিও আইটেম। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আধুনিকের চেয়ে ফোক ও জারি, সারি, বিচ্ছেদ গানের অ্যালবাম চলে বেশি। অথচ একটা সময় ছিলো যেখানে আধুনিক এবং ব্যান্ডের একটি অ্যালবাম তিন থেকে চার লাখ কপিও বিক্রি হতো। আধুনিক ও ব্যান্ডের গানের শ্রোতা হ্রাস পাওয়ায় অডিও শিল্পের মন্দার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করলেন খুচরা বিক্রেতারা। রাজধানীর মিরপুর, ফার্মগেট, স্টেডিয়াম, নিউমার্কেটসহ বিভিন্ন এলাকায় পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মাত্র বছরখানেক আগে যে দোকানে প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৫০০ কপি অ্যালবাম বিক্রি হতো এখন তা নেমে এসেছে ২০০ থেকে ৩০০ কপি। শ্রোতাদের অভিযোগ তারা মৌলিক গান পাচ্ছেন না। অভিযোগকারী অনেক শ্রোতার সঙ্গে কথা হয়। এদের মধ্যে ফার্মগেটের টিপু, জায়ের, রহমানসহ বেশ কয়েকজন। স্টেডিয়াম

মার্কেটে উজ্জ্বল, নিবিড়, সোহাগ। নিউমার্কেটের ক্রেতা সোমা, সজলসহ আরো অনেকে। তাদের সঙ্গে কথা হলে বলেন, 'এক সময় ছিলো মৌলিক গান, যে গান বারবার শুনলেও মনে হতো আবার শুনি। যার কারণেই শ্রোতা সৃষ্টি হয়েছিলো। যেমন রুনা লায়লার শিল্পী, সাবিনা ইয়াসমিনের দেশের কিছু গান এমনকি ছায়াছবির সেই গানটি 'আমি রজনী গন্ধ্যা' যা আজও শুনতে ভালো লাগে। আধুনিকের মধ্যে তপন চৌধুরীর রসিক আমার, পলাশ ফুটেছেসহ বেশ কয়েকটি। কুমার বিশ্বজিৎতের তোরে পুতুলের মতো করে সাজিয়ে, রবি চৌধুরীর সাদা কাফনে, আজম খান, এম এ শোয়েবসহ অনেকেরই গান। ব্যান্ডের মধ্যে অবসকিউরের নিঝুম রাতের আঁধারে, চাঁদ কিছু আলো, চাইমের কলেজের করিডরে, ফিডব্যাকের মেলায় যাইরে, মৌসুমী, এলআরবির এই রূপালী গিটারসহ বেশকিছু গান এখনো শ্রোতা ধরে রেখেছে। অথচ এখন অডিও প্রতিষ্ঠানগুলো বাণিজ্যিক দিকে লক্ষ্য রেখেই অ্যালবাম বের করে। তাদের চিন্তা-ভাবনাটা যেন জোয়ারে ভাসার মতো।' এরপর যা হোক। শ্রোতাদের অভিযোগ,

জাপান গার্ডেন সিটি কালচারাল রিপোর্টার্স অ্যাওয়ার্ড

৭জুলাই প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও গ্রান্ড বলরুমে অনুষ্ঠিত হলো 'জাপান গার্ডেন সিটি কালচারাল রিপোর্টার্স অ্যাওয়ার্ড ২০০১' প্রদান অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ কালচারাল রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সংগীত, নৃত্য, মডেলিং ও মঞ্চ এবং সাংবাদিকতার জন্য এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জাপান গার্ডেন সিটি লিঃ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোখলেস আলম, ডঃ আর এ গণি, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনয় শিল্পী রাজিব, কালচারাল রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জুটন চৌধুরী, আহবায়ক মনিরুল ইসলাম, সংগঠনের সভাপতি অভি চৌধুরী প্রমুখ। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় চলচ্চিত্র বিষয়ে অ্যাওয়ার্ড প্রদানের মধ্য দিয়ে। অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ফাঁকে ফাঁকে কখনও পরিবেশন করা হয় নৃত্য আবার কখনও গান। 'স্বার্থপর' গানটি প্রথমে গেয়ে শোনান জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শুভ্র দেব, এরপর মনির খান 'আটানার জীবন', মমতাজ 'এবার না আসিলে। শাকিরা'র জনপ্রিয় 'হোয়েনএভার' গানটি নেচে নেচে গেয়ে পুরো অনুষ্ঠান মাতিয়ে রাখেন তিশ্মা। এছাড়াও গান পরিবেশন করেন অনেকেই। নৃত্য পরিবেশন করেন ঈশিতা ও লিখন, ইলা ও বিজু, কবিতা ত্রিবেদী, মালিথা, শাহেদ ও তিন্নী। সংস্কৃতি অঙ্গনের বিভিন্ন মাধ্যমে দেয়া হয় অ্যাওয়ার্ড। এর মধ্যে যারা পেলেন তারা হলেন– শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ'। শ্রেষ্ঠ পরিচালক 'প্রেমের তাজমহল' ছবিটির জন্য গাজী মাহবুব। শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার 'ঢাকাইয়া মাস্তানের' জন্য ডিপজল, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা 'সুলতান' ছবিতে ভালো অভিনয় করার জন্য মান্না। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পপি 'বিশ্ব বাটপার' ছবিতে অভিনয়ের জন্য। এছাড়াও চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত শিল্পী কলাকুশলীদের দেয়া হয় অ্যাওয়ার্ড। টেলিভিশনের নাটকে কৃতিত্বের জন্য প্রদান করা হয় শ্রেষ্ঠ নাটক 'ধূসর অ্যালবাম', শ্রেষ্ঠ নাট্যকার আনিসুল হক, 'প্রতিচুনিয়া' নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক খালিদ মাহমুদ মিঠু 'ধূসর অ্যালবাম' শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মাহফুজ আহমেদ 'তাই তো এতো লীলার ছল' শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিপাশা হায়াত 'প্রতিচুনিয়া'। এছাড়াও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শিল্পী ও কলাকুশলীদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এসব মাধ্যম ছাড়াও সংগীত, মঞ্চে কৃতিত্ব রাখার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। সাংবাদিকতায় অনুসন্ধানী রিপোর্টের জন্য যৌথভাবে অ্যাওয়ার্ড এবং সম্মানী দেয়া হয় কামরুল হাসান দর্পণ ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর রুহুল তাপসকে। তথ্য ও গবেষণায় যৌথভাবে তাপস বিশ্বাস ও আব্দুল্লাহ জেয়াদ। সাক্ষাৎকারে যৌথভাবে সৈকত সালাউদ্দিন ও ওমর ফারুককে। গ্ল্যামার ফটোগ্রাফির জন্য সাপ্তাহিক ২০০০ ও পাক্ষিক আনন্দধারা'র ফটোগ্রাফার তুহিন হোসেন। মূল অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন আব্দুন নূর তুষার ও মিশু।

তুহিন হোসেন

রুহুল তাপস

‘তৃতীয় বিশ্বের টেলিভিশনে উন্নয়ন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বেশি বেশি প্রচার হওয়া দরকার’

——— **শাইখ সিরাজ**

স্বনামেই সুখ্যাত শাইখ সিরাজ একদা ‘মাটি ও মানুষ’-এর মাধ্যমে আমাদের কৃষিক্ষেত্রে এনেছিলেন নবতর মাত্রা। একটি বিবর্ণ, রঙহীন অনুষ্ঠান কিভাবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠতে পারে তার প্রকৃষ্ট নজির হচ্ছে ‘মাটি ও মানুষ’। উন্নয়নমূলক এ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরিয়ে যায়নি বরং বেড়েছে। সরকারি টিভি এবং বেসরকারি চ্যানেলেও এ ধরনের অনুষ্ঠান নির্মাণ হচ্ছে না। আত্মনিবেদিত, সামাজিক অঙ্গীকারে দায়বদ্ধ, কর্মপ্রাণ শাইখ সিরাজ এখন ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন চ্যানেল আইয়ের অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারের উন্নয়নে। সহকর্মীসহ সবার পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে, চ্যানেল আইয়ের শত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও দর্শকদের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা। টিভি ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজের সাম্প্রতিক কর্মকান্ড ও চিন্তা-ভাবনা বিষয়ে এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন **আমীরুল ইসলাম**

সাপ্তাহিক ২০০০ : বর্তমান সময়ে এত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠান কেন জনপ্রিয় হচ্ছে না?

শাইখ সিরাজ : এক কথায় যদি উত্তর দিতে হয় তবে বলব, ক্ষণিকের চমক ছাড়া অনুষ্ঠানগুলোতে কিছু নেই। কোনো কনটেন্ট নেই। অনুষ্ঠান নির্মাতাদের সিনসিয়ারিটিরও অভাব আছে। এখন নগদ অর্থপ্রাপ্তির ব্যাপারে আমাদের সবার আগ্রহ বেশি। অনুষ্ঠান নির্মাণ এখন ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে দেখা হয়। সুতরাং মানোন্নয়ন হচ্ছে না। চ্যানেল বেশি হওয়াতে একজন নির্মাতা বেশিসংখ্যক অনুষ্ঠান নির্মাণের দিকেও ঝুঁকে পড়েছেন। কেউ কারও কাছে কিংবা নিজের কাছেও ভালো অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য দায়বদ্ধ নয়। নগদ প্রাপ্তিযোগ হবে কিনা এটাই এখন মুখ্য ব্যাপার। সত্যি বলতে কি, কোনো চ্যানেলেই চোখে পড়ার মতো কোনো অনুষ্ঠান নেই। দু-একটা ভালো অনুষ্ঠান যাওবা আছে সেগুলো ১০০ ভাগ বিনোদনমূলক। উন্নয়নমূলক এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান একেবারেই নেই। ব্যাপারটি খুব দুঃখজনক। স্পন্সররা অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করছে। এর দায়ভাগ দোষ-ত্রুটি আমাদেরই বহন করতে হবে।

২০০০ : আপনি তো অনেক ভিজে, সংবাদ পাঠক-পাঠিকা তৈরি করেছেন। শিল্পী তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছেন না কেন?

শাইখ সিরাজ : বেসরকারি টিভিগুলো বাণিজ্যিক। তাকে জনগণের অর্থ দিয়ে অনুষ্ঠান বানাতে হয়। ব্যবসা করতে হয়। এখনও পর্যন্ত স্পন্সর হয়– এমন বিনোদন উপকরণটি হচ্ছে নাটক। উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান বাদ দিন ভালো মিউজিক অনুষ্ঠানও স্পন্সর হয় না। শিল্পী তৈরি হচ্ছে না তার প্রধান কারণ–বিজ্ঞাপনী সংস্থা বেঁধে দিচ্ছে বড় বড় কাস্টিং না ছাড়া স্পন্সর হবে না। নতুন শিল্পী তৈরির উদ্যোগ এককভাবে আমরা নিতে চাইলেও সব ক্ষেত্রে সফল হওয়া সম্ভব নয়। সমস্যা অনেক, অন্যদিকে বেসরকারি টিভি চ্যানেল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তারপরও আমরা সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ তার কারণে অনেক, ধরনের অনুষ্ঠান নির্মাণ করেছি। আমরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভাষা, মুক্তিযুদ্ধ, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক অনুষ্ঠান করেছি।

২০০০ : উন্নয়মূলক বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আপনারা এতো কৃপণ কেন?

শাইখ সিরাজ : স্পন্সরের অভাব। তবে আমরা চেষ্টা করছি।

২০০০ : আমাদের চ্যানেলগুলোর চরিত্র বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত?

শাইখ সিরাজ : বাইরের স্যাটেলাইটের সঙ্গে আমাদের কোনো অসম লড়াই নেই। আমাদের চ্যানেলগুলো আমাদের মতোই হবে। পার্শ্ববর্তী দেশের বাজার বড়। ওদের অনুষ্ঠান বিগ বাজেটের। ওরা নাটকের সিরিয়াল নিয়ে গবেষণা করে। গল্প, কাহিনী, নির্মাণকৌশল–ইত্যাদি বিষয়ে অনেক এগিয়ে আছে। আজকালকার চ্যানেলে গ্ল্যামার বড় ব্যাপার। অনুষ্ঠান নির্মাণে যদি দৈন্যদশা থাকে তবে অনুষ্ঠান দর্শকদের কিভাবে টানবে? সুন্দর সেট, লোকেশন, পোশাক–আশাক–এসবেরও গুরুত্ব আছে। আমরা বাইরের চ্যানেলের বড় আয়োজনের কাছে পিছিয়ে যাচ্ছি। তারপরও আমি বলব, আমরা আমাদের মতো অনুষ্ঠান তৈরি করব। যে অনুষ্ঠানমালায় আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ছাপ থাকবে।

মৌলিক গান হচ্ছে না এ নিয়ে দেশের স্বনামধন্য গীতিকার কামরুজ্জামান কাজলের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশে যে মৌলিক গান হচ্ছে না এটা ঠিক নয়। তবে শ্রোতাদের ঝোঁক বেশি ফোক গানের প্রতি।’ তোরে পুতুলের মতো করে সাজিয়ে যে গানটি এখনও শ্রোতারা শুনেন আর সেই গানটির শিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ। তার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, ‘এখন বিভিন্ন চ্যানেল হয়েছে। যার কারণে শ্রোতার মধ্যে শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। এজন্যই হয়তো শ্রোতা কমে গেছে। তবে মৌলিক গান এখনও হয়।’ সুরকার ইমন সাহার সঙ্গে মৌলিক গান নিয়ে কথা হলে তিনি বলেন, ‘আমি বেশির ভাগ কাজ করি ছায়াছবির গান নিয়ে। ছায়াছবির গানের শ্রোতাও কিন্তু কম নয়। মাঝখানে ছায়াছবির গানের যে অবস্থা হয়েছিলো এখন অনেকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। সেন্সর বোর্ড চাইলে সবই সম্ভব। আমার করা সুরে মৌলিকতাকেই প্রাধান্য দেই।’ সাদা কাফনে যে গানটি শ্রোতাদের এখনও টানে এই গানটির শিল্পী রবি চৌধুরী। তার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, ‘আগে শ্রোতারা রেডিও শুনতো। প্রচার মাধ্যম বলতে রেডিওই ছিলো। কিন্তু এখন প্রচার মাধ্যম বেশি

এরপর ৮০ পৃষ্ঠায়

ইতি সালমা আন্তর্জাতিক উৎসবে

ছবিটির নির্মাতা জাকারিয়া

২৫ জুলাই থেকে মেক্সিকোর গুয়ানজুয়াটো শহরে শুরু হচ্ছে পঞ্চম আন্তর্জাতিক ‘এক্সপ্রেশন এন কর্টো’ চলচ্চিত্র উৎসব। এ উৎসব চলবে ২৮ জুলাই পর্যন্ত। উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে প্রদর্শিত হবে বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের সদস্য একেএম জাকারিয়া নির্মিত ‘ইতি সালমা’ ছবিটি। এবারই প্রথম বাংলাদেশের কোনো চলচ্চিত্র এই উৎসবে প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হলো। এছাড়া ‘ইতি সালমা’ ছবিটি এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের করাচিতে অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক করাচি চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে প্রদর্শনের জন্যও মনোনীত হয়েছে। এ উৎসবে বাংলাদেশের তারেক শাহরিয়ার নির্মিত ‘কালিঘর’ ছবিটিও প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হয়েছে। ‘ইতি সালমা’ ছবিটির দৈর্ঘ্য ৮ মিনিট। আর এর কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি ভেঙে যাওয়া পরিবারকে নিয়ে। মানুষ হয়ে উঠেছে স্বাতন্ত্রবাদী। ফলে আজ প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে সমাজ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রতিষ্ঠান পরিবার। কোনো সংলাপ ও অভিনেতা-অভিনেত্রীহীন এই ছবিতে একটি ছেঁড়া চিঠির অংশ, দৃশ্য ও শব্দের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে আধুনিক সময়ের মানব-মানবীর সম্পর্কের জটিলতা আর সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কাহিনী।

২০০০ : আপনি ছিলেন মাটি ও মানুষের নির্মাতা। এখন একটি পুরো চ্যানেলের পরিচালক। ব্যাপারটা কিভাবে উপভোগ করেন?

শাইখ সিরাজ : দারুণভাবে এনজয় করি। আমি বুঝি, আমার পূর্বের অভিজ্ঞতা আমার বর্তমানকে সমৃদ্ধ করেছে। যদি আনকোরা হতাস, তবে হয়তো কোনো কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারতাম না।

২০০০ : একটি চ্যানেল কি করে দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়?

শাইখ সিরাজ : যে কোনো চ্যানেলেই ৮০ ভাগ অনুষ্ঠান থাকে গড়পরতা। এভারেজ বা বিলো-এভারেজ অনুষ্ঠানেরই সংখ্যাধিক্য থাকে। এর মধ্যে ২টা বা ৪টা অনুষ্ঠান ক্লিক করে। যে অনুষ্ঠান ফেলার জন্য দর্শকরা নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ও সময় ঘড়ি ধরে অপেক্ষা করে। এ ধরনের অনুষ্ঠানকে 'চ্যানেল ড্রাইভার' বলে। যেমন—কৌন বানেগা ক্রোড়পতি—এই একটা অনুষ্ঠানেই স্টার প্লাসকে সুপারহিট করেছে। রাতারাতি বিখ্যাত করেছে। প্রতিটা চ্যানেলে 'এ' ক্লাস অনুষ্ঠান থাকে না। এতো মেধা পৃথিবীতে তৈরি হয়নি যে, প্রতিটা অনুষ্ঠানই জনপ্রিয় হবে। আমাদের চ্যানেলে যেমন বলা যেতে পারে ধারাবাহিক নাটক জোয়ার ভাটা। অত্যন্ত পপুলার। আমাদের সংবাদ most of people দেখছে। আই টেলিকুইজ এই জাতীয় অনুষ্ঠান যা চ্যানেল দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

২০০০ : ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার news এবং সংবাদপত্র news—এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

শাইখ সিরাজ : দুটোই সংবাদ। তবে পার্থক্য আছে সুস্পষ্ট। ভিসুয়াল নিউজ খুব সহজেই স্পর্শ করে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব মানুষকেই টানে। ভিসুয়াল মিডিয়ায় কথার চেয়ে ছবি অনেক কথা বলে। খুব স্পর্শকাতর বলেই আমরা খুব সতর্কভাবে সংবাদ পরিবেশন করে থাকি। সামাজিক চটকদারীতে চ্যানেল আই বিশ্বাস করে না। দায়িত্বশীল সংবাদ আমরা প্রচার করে থাকি। যেমন, আমরা মৃতদেহের কিংবা কোনো বীভৎস ছবি দেখাই না। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, টুইন টাওয়ার ধ্বংসের সময় মানবজাতির এতবড় ন্যক্কারজনক দুর্ঘটনায় ও বিবিসি বা সিএনএন মৃতদেহের ছবি দেখায়নি। তারা এথিকস্ মান্য করে চলে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সঙ্গে আমাদের অল্প দিনের পরিচয়। তবে আমরা পজেটিভ নিউজের পক্ষে। সমাজের অনিষ্টকর কোনো সংবাদ আমরা প্রচার করি না। আমাদের সবারই Self Sensorship খুব প্রয়োজন। নিউজ প্রচারে পর্দার আড়ালের ব্যক্তির সুরুচির ছাপই আমরা তুলে ধরি।

২০০০ : মাটি ও মানুষের মাধ্যমে আপনি ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন। আজ আপনার চ্যানেলে এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠান নেই কেন?

শাইখ সিরাজ : অনেস্টলি বলতে গেলে, আমাদের চ্যানেল আই এখনও পর্যন্ত প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলায় দেখা যায় না। অনুষ্ঠানটি ব্যাপক পরিশ্রম করে নির্মাণ করে জনগণের কাছে হয়তো সুফল পাওয়া যাবে। আমাদের পরিকল্পনা আছে। কারণ আমরা মনে করি, তৃতীয় বিশ্বের টেলিভিশনগুলোতে উন্নয়ন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বেশি বেশি প্রচার হওয়া দরকার। 'মাটি ও মানুষ' হয়তো এই বয়সে আর করা সম্ভব নয়। এখন আমার পরিণত বয়স। একটি টিভি চ্যানেলের সামগ্রিক অনুষ্ঠান আমরা পরিকল্পনা করে থাকি। ভালো অনুষ্ঠান করার জন্য কমিটমেন্ট প্রয়োজন। আত্মত্যাগ করতে হয়। সর্বস্ব সমর্পণ করতে হয়। কৃষিক্ষেত্রে 'মাটি ও মানুষ' বিপ্লব করেছিল। সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এদেশে। জনহিতকর কাজ এখনও আমরা করে যাচ্ছি। টিভি তো শুধু বিনোদন নয় সামাজিক অঙ্গীকার, দায়বদ্ধতা এসবও। খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনসেবা, সংস্কৃতি—সব মিলিয়ে শক্তিশালী হবে টিভি মাধ্যম। আমার স্বপ্ন ফুরিয়ে যায়নি। টিভির মাধ্যমে আমি প্রতি মুহূর্তে দায়িত্ব পালনের আকাঙ্ক্ষা থেকে একবিন্দু সরে আসিনি।

২০০০ : আপনি তো একজন টিভি ব্যক্তিত্ব—এ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন—

শাইখ সিরাজ : বড় পর্দায় তৈরি হয় স্টার। আর ছোট পর্দায় তৈরি হয় ব্যক্তিত্ব। স্টার আজ আছে কাল নেই। কক্ষচ্যুত হতে পারে। কিন্তু টিভি-ব্যক্তিত্বকে মানুষ লম্বা সময় ধরে মনে রাখে। টিভিতে আর কাজ না করলেও দর্শক তাকে মনে রাখে। সেই ব্যক্তিত্ব সমাজে অন্যান্য গঠনমূলক কাজ করেও বিখ্যাত হতে পারেন। যেমন, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি অনবদ্য অবদান রেখে চলেছেন। আত্মত্যাগ, ব্যক্তিস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে যারা সমাজের জন্য কাজ করতে পারেন তারাই বড় মানুষ। তারা তাদের স্বপ্ন নিয়ে টিভিতে অনুষ্ঠান করেন— তাই এক দশকে, দুই দশকে মাত্র এক বা দু'জন টিভি ব্যক্তিত্বকে আমরা সমাজে গ্রহণযোগ্য হিসেবে পাই।

এখন অবশ্য টিভিতে গ্ল্যামার সর্বস্ব সাময়িক চমক দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। বিনোদন দুনিয়ার স্টাররাও এখন টিভি ব্যক্তিত্বের লেবাস পরেছেন। সবাই এখন বিশাল বিশাল ব্যক্তিত্ব। এদের ভিড়ে আমাদের অবস্থান এখন কোথায়, সত্যিই আমরা তা জানি না।

যার কারণে সবাই সব গান শুনতে পারে না। গানকে জনপ্রিয় করতে হলে বিদেশী চ্যানেলের মতো অ্যালবাম রিলিজের আগে মিউজিক ভিডিও করে বারবার প্রচার করতে হবে।' দেশের কয়েকটি বড় অডিও প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের সঙ্গে কথা হলে নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, 'অডিও শিল্পের 'র' ম্যাটেরিয়াল থেকে শুরু করে খুচরা বিক্রি পর্যন্ত যে হারে দফায় দফায় ভ্যাট নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে ব্যবসা হবে কি করে? এছাড়া একজন শিল্পীকে যখন আমরা গড়ে তুলি, জনপ্রিয়তা পাবার পর তার অর্থনৈতিক চাহিদা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। যার কারণে পরবর্তীতে তাকে নিয়ে কাজ করাতে বাধ্য হতে হয় কম লাভে। এছাড়া রয়েছে এমপি-৩। এই এমপি-৩-এর কারণে অডিও ব্যবসা কমে গেছে। একজন মানুষ যখন একটি সিডির দামে ২০০ থেকে ২৫০ গান পাচ্ছে, তখন সে সিডি কিংবা অডিও না কিনে এমপি-৩ কেনে। একজন কিনলে তার থেকে অন্য বন্ধুরা কপি করে রাখে সেখানে লাভবান তারা।' সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায় ইস্টার্ন প্লাজা, স্টেডিয়াম এবং আইডিবি ভবনে অবৈধভাবে তৈরি হয় এমপি-৩। অডিও শিল্প নিয়ে গীতাঞ্জলির স্বত্বাধিকারী নাজমুল হক ভূঁইয়ার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'আমাদের গানকে জনপ্রিয় বা শ্রোতা সৃষ্টি করতে হলে আগে ব্যাপক প্রচারে যেতে হবে। এখন সময় দেখা ও শোনার। পৃথিবীর সব দেশেই গানের অ্যালবাম বের হলেই মিউজিক ভিডিও প্রচার করা হয় বারবার। একজন মানুষের কাছে একটা গান পিকচারাইজেশনের কারণে ভালো লাগতে পারে। তাহলে সে কিনবে। এছাড়া আমাদের দেশে বড় সমস্যা, গানের অনুষ্ঠান করার জন্য নির্ধারিত জায়গা নেই। নাটকের জন্য জায়গা হলে আমাদের জন্য হবে না কেন? ঘন ঘন গানের অনুষ্ঠান এবং কনসার্ট হলে অবশ্যই গানের শ্রোতা তৈরি হবে।'

নবীন চারুশিল্পী প্রদর্শনী

৪ জুলাই শেষ হলো শিল্পকলা একাডেমীর আয়োজনে দেশের নবীন চারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। শিল্পকলা একাডেমীর নবনির্মিত জাতীয় চিত্রশালা ভবনের গ্যালারিতে পক্ষকালব্যাপী এই নবীন শিল্পীদের প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সাবেক রাষ্ট্রপতি। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিলো ১৭১ জন নবীন চারুশিল্পীর ২৪১টি শিল্পকর্ম। নবীন শিল্পীদের কাজের মূল্যায়ন এবং তাদেরকে শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে

উৎসাহী করতে একাডেমী এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। শিল্পকলা একাডেমী ১৯৭৫ সাল থেকে নিয়মিত নবীন চারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম নিয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে। এই প্রদর্শনীতে শিল্পকলার সব মাধ্যমই প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শিত শিল্পকর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য ২৫ হাজার টাকা অর্থমানের পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনটি বিভাগের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য ১৫ হাজার টাকা অর্থমানের তিনটি পুরস্কার দেয়া হয়। এছাড়াও দেয়া হয় চারটি সম্মানসূচক পুরস্কার। এ বছর নবীন শিল্পী পুরস্কার পেয়েছেন তাসাদ্দুক হোসেন দুলু। বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন চিত্রকলায় শাফিন ওমর, ভাস্কর্যে মোঃ মাহমুদুল হাসান, ছাপচিত্রে মোঃ আনিসুজ্জামান। যে চারটি সম্মান পুরস্কার প্রদান করা হয় তা পেয়েছেন মোঃ সেলিম, প্রদ্যোৎ কুমার মজুমদার, রুজভেল্ট বেঞ্জামিন ডি রোজারিও এবং রেজাউল ইসলাম লাভলু।

গবেষণাপত্র ও ভিডিও চিত্র উপস্থাপন

৬ জুলাই বেলা সাড়ে ৩টায় সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো ডেমোক্রেসি ওয়াচ আয়োজিত 'ঢাকা শহরের বিনোদন ব্যবস্থা' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন। শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডেমোক্রেসি ওয়াচ ডেমোক্রেসি ট্রেনিং প্রোগ্রাম সপ্তম ব্যাচের অংশগ্রহণকারীদের ঢাকার বিনোদন ব্যবস্থা শীর্ষক গবেষণাপত্র ও ভিডিও চিত্রের উপস্থাপন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাদেক হোসেন খোকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাদুজ্জামান নূর এমপি ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মোজাফফর আহমেদ।

গণকুইজের পুরস্কার বিতরণ

২ জুলাই সকালে প্রেস ক্লাব ভিআইপি

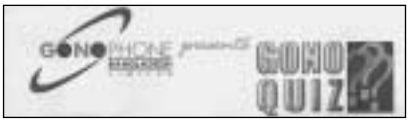

লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো গণকুইজ-এর প্রথম পর্বের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। গণকুইজ প্রথম পর্বে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রায় ৩৬ হাজার ৫০০ জন প্রতিযোগী। গণকুইজ হচ্ছে ইন্টারনেট সহযোগে দেশের প্রথম শিক্ষামূলক কুইজ প্রতিযোগিতা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশজুড়ে জনসাধারণকে বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞানের মাপে পুরস্কৃত করা। গণকুইজ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিক আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং দূরপ্রাচ্যে অবস্থানরত পেশাজীবী এবং চাকরিজীবীগণ অংশ নিয়েছেন। প্রথম পর্বের কুইজ বিজয়ী হলেন ঢাকার সায়েখ হাসান। তিনি ৬২৭ নম্বর পেয়ে বিজয়ী হন। কুইজ বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন গণফোন বাংলাদেশ লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেলোয়ার হোসেন খান।

রুহুল তাপস, নোমান মোহাম্মদ

সিনেমা রিভিউ

এ ছবির নায়িকা একা

বিশ্বকাপ ফুটবলের কারণে এক মাস কোনো নতুন ছবি মুক্তি পায়নি। সে কারণে মাসখানেক পর মুক্তি পাওয়া নতুন ছবি 'চরম অপমান' দেখতে দর্শকদের ভিড় ছিলো উল্লেখ করার মতো। এরা প্রায় সবাই নিয়মিত দর্শক। 'ভাই, এক মাস বাসি মাল দেখতে হইছে, দেখি নতুন কি দেখায় আইজ। নায়িকাদের দু'একবার ভিলেনরা চরম অপমান না করলে পরিচালকের খবর আছে'– এক দর্শকের এই হুমকি শুনতে শুনতেই ঢুকে পড়লাম হলে।

ম্যারেড-আনম্যারেড সমাচার : নায়িকা একার নেশা বাজি ধরা। কারণে-অকারণে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে প্রথম যাকে দেখবে, তাকেই একা জড়িয়ে ধরবে– বান্ধবীদের সঙ্গে এমন বাজি ধরতেও তার দ্বিধা নেই। ছবির এ পর্যায়ে এসেও নায়ক মান্নার সঙ্গে একার দেখা হয়নি। অবধারিতভাবেই মান্নাই থাকবে রেস্টুরেন্টের বাইরে। দর্শকদের জানা ছিলও তাই। মান্নাকেই বেহায়ার মতো জড়িয়ে ধরে একা। কিন্তু গোলটা বাঁধলো মান্নার কথায়। একাকে সে শাসায় এই বলে, 'দেখে তো মনে হয় আনম্যারেড; লজ্জা-শরম নেই'। বিবাহিতদের জন্য কথাটি খুব অপমানজনক। পরিচালকের ভাষ্য অনুযায়ী লজ্জা-শরম শুধু অবিবাহিত মেয়েদের অলংকার, বিবাহিতদের নয়। উদ্ভট সব আইডিয়া শুধু বাংলা ছবির পরিচালক, কাহিনীকারদের মাথায়ই থাকে।

নন্দিত-নিন্দিত চরিত্র : এখনকার যেকোনো বাংলা ছবির সবচেয়ে নন্দিত চরিত্র ভিলেনরা। অন্তত দর্শকদের ভোট নিলে রায়টা তাদের দিকেই যাবে। কারণ ছবির ধর্ষণের কাজটা তারাই সুনিপুণভাবে করে থাকে। পর্দায় তাদের উপস্থিতিতে দর্শকদের তালি, শিস সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। সে রকম একটি ক্ষেত্র 'চরম অপমান' ছবিতেও তৈরি হয়। ছবির দ্বিতীয় নায়িকাকে প্রেমের অফার করে এক ভিলেন। যথারীতি তার গালে জোটে নরম হাতের চড়। এরপর ভিলেনের থ্রেট 'তুই আমারে থাপ্পড় মাইরা কালার করছস্, আমি তোর দুই গাল কালার করমু চুমাইয়া'। হুমকি কার্যকর করার পথেও সে অনেকদূর এগিয়ে যায়। সে সময়ই পর্দায় আগমন ঘটে ছবির সবচেয়ে নিন্দিত চরিত্রের নায়ক। 'যখনই ভিলেনরা নায়িকাকে একটু সাইজ কইরা আনে, তখনই কোত্থেকে জানি এই শালারা চইলা আসে'– বিরক্তি নিয়ে পাশের দর্শক বলে উঠলো। শুধু সে-ই নয়, মেহেদীর আগমনে হলের সব দর্শকই বিরক্ত। তবে তারা আশা ছাড়ে না। কোনো একদিন নায়ক স্পটে আসতে একটু দেরি করবে। সেই ফাঁকে ভিলেন কাজ সেরে ফেলবে। দিনের পর দিন, ছবির পর ছবি দেখতে তারা হলে ঢোকে এই আশাতেই।

অবশেষে মান্নাও : 'ফায়ার' ছবি মুক্তির পর মান্না অনেক হৈ চৈ করেছিলেন। সে ছবির অশ্লীল দৃশ্যগুলোতে মান্নার ডামি ব্যবহার করা হয়েছিলো বলে তিনি অভিযোগ করেছিলেন। সেটা যে শুধু ফাঁকা বুলি ছিলো, তা এ ছবিতেও বোঝা গেলো। একা মাটিতে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেলে মান্না তার হাঁটু মালিশ করে দেয়। এতে কারো তেমন কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু একার অনুরোধে মান্না যখন তার বুক মালিশ করে, তখনই বোঝা যায় যে, অশ্লীল দৃশ্যে অভিনয়ে তিনি পারঙ্গম। দৃশ্যটির চিত্রায়ণ এতোই আপত্তিকর ছিলো যে, সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো দর্শকের পক্ষে সেটা হজম করা কষ্টকর। এরকম দৃশ্য বাংলা ছবিতে একটি সাধারণ ব্যাপার। সে জন্যই বোধহয় সুস্থ মস্তিষ্কের লোকজন এখন বাংলা ছবি দেখতে হলমুখী হন না।

তিনি হবেন পরিচালক : ছবি শেষ করে বেরিয়ে আসছি। প্রায় সব দর্শকের চোখে-মুখেই রাজ্যের বিরক্তি। এমন অখাদ্য যে তাদের গেলানো হবে, টিকিট কাটার পরও তা বুঝতে পারেনি। এরই মধ্যে দেখা গেলো একজনের চোখে-মুখে উজ্জ্বলতার ছটা। ব্যাপারটা কি? জানা গেলো, নিজের পেশা সে নির্ধারণ করে ফেলেছে– বাংলা ছবির পরিচালক। 'শুধু টাকা লাগবো, আর কিছু না। কাহিনী, নাচ-গান, সব তো হিন্দি ছবি থেকেই মারমু। বাকি থাকে নায়ক-নায়িকা। টাকা দিলে মেদ-ভুঁড়িওয়ালা নায়ক-নায়িকারও অভাব হবে না। আমি হয়ে যাবো পরিচালক। কেননা একমাত্র পরিচালনা করার জন্যই মাথায় কোনো ঘিলু থাকার প্রয়োজন নেই।' মাথায় ঘিলু না থাকা এই লোকটি বাংলা ছবির বর্তমান পরিচালকদের সৃজনশীলতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এসব পরিচালকের কাছ থেকে 'চরম অপমান'-এর চেয়ে ভালো ছবি প্রত্যাশা করাটা হাস্যকর।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় অভ্যস্ত রাজনীতিবিদ এ কথা সবার জানা। তবে কোনো শিল্পী যদি তার দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন না করে তা সমালোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এমনই ঘটনা ঘটতে চলছে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসিফের ক্ষেত্রে। বেশ কিছুদিন আগে আসিফের গাওয়া সিনেমার গান নিয়ে ক্যাসেট বের হয়। এতে আসিফ ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি আর ছবিতে গান গাইবেন না। তবে তার এক ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যায়, তিনি 'অন্ধকারের চিতা' নামের একটি ছবিতে প্লেব্যাক করছেন। গানটির রেকর্ডিং গত ৪ জুলাই হবার কথা ছিলো। কিন্তু ৪ তারিখে তার অসুস্থতার কারণে রেকর্ডিং হয়নি। তিনি ছবিটিতে প্লেব্যাক করবেন এটা ঠিক। তবে তিনি শর্ত দিয়েছেন তার গাওয়া ছবির গান অ্যালবাম আকারে বাজারে ছাড়া যাবে না।

তবে কি...

সেদিন ছিলো জাপান গার্ডেন সিটি কালচারাল রিপোর্টার্স অ্যাওয়ার্ড ২০০১ প্রদান অনুষ্ঠান। উপচেপড়া ভিড়। বলরুমে দাঁড়াবার জায়গা নেই। চলছে অনুষ্ঠান। নাটকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচিত হওয়ায় মঞ্চে উঠলেন বিপাশা হায়াত। তিনি মঞ্চে উঠে কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'সাংবাদিকতায় যেন হলুদ সাংবাদিকতা স্থান না পায় এটাই আশা করবো'। তার এ ধরনের কথা শুনে দর্শক সারিতে বসে থাকা কয়েকজন দর্শক বলে উঠলেন, 'অনেক অনুষ্ঠানে তার মুখে প্রায়ই শোনা যায় এমন কথা। আসলে তারকারা যা করে তা লিখলেই তাদের দৃষ্টিতে অসত্য, মিথ্যা, বানোয়াট'। পরে দেখি সাংবাদিকদের কথাই ঠিক। তবে সাংবাদিকতায় হলুদ ঈঙ্গিতটা আসলে কি?

চব্বিশ ঘন্টায়

২৪ ঘন্টার মধ্যে স্ক্রিপ্ট লিখে নাটকের শুটিং করলেন এক নির্মাতা। এটা শুনলে পাঠক নিশ্চয় অবাক হবেন। অবাক হলেও আসলে ঠিক। তবে নাটকের শেষ সিকোয়েন্সটি যদি হয় প্রকৃতিনির্ভর, তাহলে আরো মজার ব্যাপার। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে নির্মাতা সোহেল আরমানের ক্ষেত্রে। তিনি ২৪ ঘন্টায় স্ক্রিপ্ট লিখে শুটিং করলেন একটি শেষ সিকোয়েন্সের শুটিং চল কক্সবাজারে। হঠাৎ শুরু হয়ে ঝড়। যে করেই হোক আজ কাজ শেষ করতেই হবে। য ঝড়-বৃষ্টির দৃশ্য কল্পনা করে হলো। সমুদ্র সৈকতে শুটিং হঠাৎ নায়িকা জয়া ডুবতে ব ইউনিটের সবাই গিয়ে অব করলেন জয়াকে। আর সম দৃশ্য ধারণ করে তৃপ্তির নিঃ সোহেল।

শ্রাবন্তীর জন্য

দৃশ্যের প্রয়োজনে নির্মাতা ছুটতে হলো নায়িকার কাছে। কারণ নায়িকার হাতে সময় নেই। তার বেঁধে দেয় সময় এখন অন্য নির্মাতার। কিন্তু মাত্র একটি দৃশ্য, তাহলেই মুক্তি। এই বর্ষা মৌসুমে একটি দৃশ্যের জন্য কি নাটক থেমে থাকবে। এই চিন্তা করে একজন নির্মাতা ছুটেছিলেন নায়িকার পেছনে। আর তিনি হলেন শ্রাবন্তী। তখন তার শুটিং চলছিলো আশুলিয়ায় 'স্পর্শ হয় তবুও....' নাটকটির। অপর নির্মাতা এসে এই নাটকটির নির্মাতার কাছে এ সময় চাইলেন। কিন্তু নিজের কাজ রেখে অন্যের উপকার হয় না। অবশেষে একই স্প তাদের দৃশ্যটি ধারণের অনুরোধ। শেষ সিদ্ধান্তও বা করতে হলো। নির্মাতা হতা ফিরে গেলেও নায়িকা পেশা কারণে বৃষ্টিতে ভিজে শর্ট দি পর এক।

প্রকৃতির কারণে

প্রকৃতির কাছে মানুষ বড় অসহায়। প্রকৃতির বাঁধার কারণে পিছিয়ে পড়তে হয় কখনও কখনও। প্রকৃতির কাছে বাঁধা পেয়ে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হলো চিত্র নায়িকা মৌসুমীকে। মনতাজুর রহমান আকবর পরিচালিত একটি ছবি 'মাস্তানের ওপর মাস্তান'-এর শুটিং ছিলো আউটডোরে। এই ছবিতে মৌসুমীর বিপরীতে ছিলেন মান্না। আউটডোরে শুটিংয়ের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। যখন টেক নেয়ার পালা ঠিক তখনই প্রকতি বাদ সেধে বসলো। পন্ড হলো শুটিংয়ের